গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বেসরকারি ময়দামিলে সরকারি গম বরাদ্দ ও পেষাই এবং ফলিত আটা সরবরাহ নীতিমালা, ২০২২ (সংশোধিত)।

১.০ ভূমিকা :

১.১ নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং বাজারদর স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এর আওতায় খোলা বাজারে (ওপেন মার্কেট সেল: ওএমএস) স্বল্প মূল্যে আটা বিক্রয় করা হয়। এ লক্ষ্যে সরকারি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল এবং বেসরকারী ময়দামিলের অনুকূলে গম বরাদ্দের বিপরীতে প্রাপ্ত আটা ওএমএস কর্মসূচিতে বিক্রয়ের জন্য স্বল্প মূল্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ডিলার বরাবরে সরবরাহ করা হয়।

১.২ বেসরকারী ময়দামিলের অনুকূলে গম বরাদ্দ, পেষাই ও ফলিত আটা সরবরাহের বিষয়ে সময়ে সময়ে বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। The Control of Essential Commodities Act, 1956 (Act no.I of 1956) Section-3-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারীকৃত 'অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ-২০২২' এর অনুসরণে পূর্বের জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ সমন্বিত করে বেসরকারী ময়দামিলে সরকারি গম বরাদ্দ, পেষাই এবং ফলিত আটা সরবরাহ নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হলো।

১.৩ খাদ্য অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত বেসরকারি মেজর/কমপ্যাক্ট ময়দামিলে পেষণের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে মাসিক ভিত্তিতে গম বরাদ্দ করা হবে।

২.০ ময়দামিল তালিকাভুক্তি:

২.১ বেসরকারী ময়দামিলে 'অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ-২০২২' মোতাবেক তালিকাভুক্ত বেসরকারী ময়দা মিল বরাবরে সরকার ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে তালিকাভুক্ত ময়দামিলগুলির মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ময়দামিল নির্বাচনপূর্বক আটা সরবরাহের জন্য গমের বরাদ্দ দিবে।

২.২ 'অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ-২০২২' মোতাবেক স্থাপিত সকল ময়দা মিল এই নীতিমালার আওতায় তালিকাভুক্ত করতে হবে তবে, তালিকাভুক্তি সরকারি গম বরাদ্দের নিশ্চয়তা প্রদান করবে না।

৩.০ গম বরাদ্দ :

৩.১ ঢাকা মহানগরে অবস্থিত তালিকাভুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গম হতে আটা উৎপাদনে সক্ষম ময়দামিলের অনুকূলে প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তর হতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গম বরাদ্দ দেয়া হবে;

৩.২ বিভাগীয় শহর এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত তালিকাভুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গম হতে আটা উৎপাদনে সক্ষম ময়দামিলের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তর হতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গম বরাদ্দ দেয়া হবে;

৩.৩ সরকারের তালিকাভুক্ত বরাদ্দপ্রাপ্ত ময়দামিলারগণ ৫০ হাজার টাকা (ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার মূলে) জমা দিয়ে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন (পরিশিষ্ট- 'ক');

৩.৪ প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং ঢাকা মহানগরের এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলার মাসিক/দ্বিমাসিক আটার চাহিদা অনুযায়ী পেষাই ক্ষমতার ভিত্তিতে মিলভিত্তিক গম বরাদ্দের প্রস্তাব মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন;

৩.৫ সাধারণভাবে স্ব স্ব জেলার তালিকাভুক্ত ময়দা মিলসমূহকে মাসিক ভিত্তিতে গমের বরাদ্দ দেওয়া হবে। তবে কোন জেলায় তালিকাভুক্ত ময়দামিল না থাকলে বা তালিকাভুক্ত ময়দামিলসমূহের পেষণক্ষমতা ঐ জেলার আটার চাহিদার তুলনায় কম হলে যথাসময়ে আটা সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিকটবর্তী জেলার ময়দামিলের বরাবরে গম বরাদ্দের প্রস্তাব মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন;

৩.৬ খাদ্য অধিদপ্তর গম পরিবহন ব্যয়, দূরত্ব, সরকারি সাশ্রয় ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রস্তাব অনুমোদন বা অননুমোদন করতে পারবে;

৩.৭ একাধিক জেলায় আটা সরবরাহকারী ময়দামিলের মালিককে প্রত্যেক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের বরাবর পৃথক অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে;

৩.৮ প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরবর্তী মাসের গমের চাহিদা আবশ্যিকভাবে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ করতে হবে;

৩.৯ রোস্টার পদ্ধতি ও পারফরমেন্স বিবেচনায় গম বরাদ্দ দেয়া যাবে।

৪.০ গম উত্তোলন :

৪.১ খাদ্য অধিদপ্তরের বরাদ্দের আলোকে প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মিলভিত্তিক গমের উপ-বরাদ্দ প্রদান করবেন এবং ফলিত আটা সরবরাহের স্থান, সময় ও তারিখ নির্ধারণ করে দিবেন;

৪.২ আটা সরবরাহকারী ময়দামিল অন্য জেলার হলে আটা গ্রহণকারী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং সরবরাহকারী সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট আটা সরবরাহের স্থান, সময় ও তারিখ নির্ধারণ করে গমের উপ-বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করবেন;

৪.৩ ময়দামিলারগণ বরাদ্দ পত্র পাওয়ার ২(দুই) কর্ম দিবসের মধ্যে নির্ধারিত হারে গমের মূল্য এককালীন/সর্বোচ্চ ২(দুই) দফায় ব্যাংকে জমা প্রদান করে গম উত্তোলন করবেন। উত্তোলিত গম মিলের নির্ধারিত গুদামে সংরক্ষণ করবেন;

৪.৪ গমের মূল্য সরকারি খাতে জমা হয়েছে নিশ্চিত হয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ডি.ও ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক গমের বিলি আদেশ জারি করবেন;

৪.৫ বরাদ্দপ্রাপ্ত ময়দামিল যে জেলায়/উপজেলায় অবস্থিত সেই জেলার/উপজেলার সিএসডি/এলএসডি হতে গম উত্তোলন করতে হবে। স্থানীয় গুদামে প্রয়োজনীয় মজুত না থাকলে জেলার অন্য কোন গুদামে চাহিদার অতিরিক্ত গমের মজুত থাকলে সেখান থেকে গম উত্তোলনের ব্যবস্থা করা যাবে;

৪.৬ খাদ্য গুদাম হতে ওয়ারেন্টি অনুসরণ করে গম সরবরাহ করতে হবে।

৫.০ ফলিত আটা সরবরাহ :

৫.১ বরাদ্দ অনুযায়ী সরকারি গুদাম হতে উত্তোলিত গম পেষাই করেই আটা প্রস্তুত ও সরবরাহ করতে হবে;

৫.২ প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/তার প্রতিনিধি গুদাম হতে উত্তোলিত সরকারি গম ময়দামিলে পেষণ নিশ্চিত করবেন;

৫.৩ ময়দামিলের অনুকূলে বরাদ্দকৃত গমের প্রাপ্য ফলিত আটা প্রধান নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে জেলার সদরে অবস্থিত সিএসডি/এলএসডিতে মিলারকে নিজ খরচ ও ব্যবস্থাপনায় পরিবহন করে আনতে হবে এবং ব্যবস্থাপক/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে খাদ্য অধিদপ্তরের নিযুক্ত ওএমএস ডিলারের নিকট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দরে সরবরাহ করতে হবে;

৫.৪ ব্যবস্থাপক/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রতিনিধি ময়দামিলের ফলিত আটার মান ও পরিমাণ যাচাই করে ডিলারদেরকে সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রতিদিন মিলারের সরবরাহ করা আটার মান, পরিমাণ ও মজুতের তথ্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর নিকট লিখিতভাবে প্রেরণ করবেন;

৫.৫ **উৎপাদিত আটার মান যাচাই কমিটি:**

১) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক - সভাপতি

২) কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক - সদস্য

৩) উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক - সদস্য

কার্যপরিধি:

১) গম পেষাইকালে ময়দা মিলে উৎপাদিত আটার মান যাচাই করবে;

২) ময়াদা মিল নিয়মিত পরিদর্শন, মিশ্রণ যাচাই ও প্রতিবেদন প্রদান;

৫.৬ পার্শ্ববর্তী জেলায় আটা সরবরাহের ক্ষেত্রে মিলারকে নিজ খরচে ফলিত আটা ঐ জেলার সদর খাদ্য গুদাম/যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পরিবহন করে ওএমএস ডিলারদের নিকট সরবরাহ করতে হবে;

৫.৭ ফলিত আটা ২ কেজির প্যাকেট অথবা খোলা আটা হিসেবে যথাক্রমে ৪০ কেজি ও ৫০ কেজি (নীট) হিসাবে পরিচ্ছন্ন ও উন্নতমানের পিপি ব্যাগে সরবরাহ করতে হবে;

৫.৮ প্রতিটি বস্তার গায়ে 'খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক খোলা বাজারে আটা বিক্রয়' ও ময়দামিলের নাম এবং জেলা মুদ্রণ করতে হবে;

৫.৯ মিলার দৈনিক ভিত্তিতে গমের মজুত, পেষাই পরিমাণ, ফলিত আটা এবং দৈনিক সরবরাহ পরিমাণের হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং প্রধান নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

৬.০ গমের মূল্য, ফলিত আটার অনুপাত ও আটা সরবরাহের দর :

৬.১ পেষাইয়ের জন্য বরাদ্দকৃত গম ও ফলিত আটার অনুপাত-

গম : আটা = ১০০ : ৭৯ হবে।

অবশিষ্ট ২১% ভুসি ও উপজাত পণ্য মিল মালিক প্রাপ্য হবেন;

৬.২ মিলারগণ সরকার নির্ধারিত হারে পরিচালন ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

৭.০ বিবিধ :

৭.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কিংবা এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন কর্মকর্তা গম পেষাই এবং আটা বিক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং তদারকী করতে পারবেন;

৭.২ বরাদ্দকৃত সমুদয় গমের ফলিত আটা সরবরাহ সম্পন্ন হলে হিসাব যাচাই ও চূড়ান্ত করে জামানত বিমুক্ত করা যাবে;

৭.৩ কোন ময়দামিল মালিক ফলিত আটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (ফোর্স মেজার ব্যতিত) সরবরাহে ব্যর্থ হলে জরিমানা হিসেবে উত্তোলিত গমের অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় মিলারের বিরুদ্ধে সরকারি মালামাল আত্মসাতের অভিযোগে ফৌজদারী এবং মানিস্যুট মামলা দায়েরসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.০ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন :

৮.১ সরকার গমের মূল্য ও ফলিত আটার অনুপাত এবং ওএমএস ডিলারদের নিকট ফলিত আটার সরবরাহ মূল্য ইত্যাদি সময়ে সময়ে পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে;

৮.২ সরকার প্রয়োজনবোধে গমের বরাদ্দ, বিতরণ পরিমাণ এবং এ নীতিমালার যেকোন শর্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করতে পারবে।

২৭/০৭/২০২২

মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-'ক'

অঙ্গীকারনামা

আমি : ..... পিতা/স্বামী : .....

মাতা : ..... আটা/ময়দামিলের নাম : .....

ঠিকানা : .....।

এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১. বেসরকারী ময়দামিলে সরকারি গম বরাদ্দ ও পেষাই এবং ফলিত আটা সরবরাহ নীতিমালা, ২০২২ অনুযায়ী গম উত্তোলন করে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পেষাই ও আটা প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, সময় ও তারিখে সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবো;

২. সরকার সময়ে সময়ে গম বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি করলে বা বরাদ্দ বন্ধ রাখলে আমি তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। এ বিষয়ে আমার কোন ওজর আপত্তি থাকবে না;

৩. ফলিত আটা ২ কেজি প্যাকেটের ক্ষেত্রে প্রতি বস্তায় ৪০ কেজি (নীট) এবং খোলা আটার ক্ষেত্রে ৫০ কেজি (নীট) হিসাবে পরিচ্ছন্ন ও উন্নতমানের পিপি ব্যাগে সরবরাহ এবং বস্তার গায়ে 'খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক খোলা বাজারে আটা বিক্রয়' ও ময়দামিলের নাম এবং জেলা মুদ্রিত করতে বাধ্য থাকবো;

৪. উত্তোলিত সরকারি গম ও ফলিত আটা পৃথকভাবে মজুত ও সংরক্ষণ করবো। আটার যথাযথ হিসাবপত্র সংরক্ষণ করবো। গম ও আটা মজুদের স্থাপনা এবং পরিবহনের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো;

৫. আটার গুণগতমান ও পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকবো। গমের সাথে অন্য কোন দ্রব্য/উপকরণ/শস্য মিশ্রণ করবো না। কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার কারচুপি করবো না। যে কোন কারচুপির জন্য আমি আইনত: দন্ডনীয় হবো;

৬. যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শন, বস্তা যাচাই ও হিসাব পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব;

৭. পেষাইয়ের জন্য বরাদ্দকৃত গম সময়মতো উত্তোলন করব এবং নির্ধারিত স্থানে পেষাই করা আটা সরবরাহের জন্য মজুত রাখব;

৮. ফলিত আটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহে ব্যর্থ হলে জরিমানা হিসেবে উত্তোলিত গমের অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে বাধ্য থাকব। সরকার আমার বিরুদ্ধে সরকারি মালামাল আত্মসাতের অভিযোগে ফৌজদারী/মানিস্যুট মামলা দায়েরসহ অন্যান্য দন্ডমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

৯. আটা/ময়দা মিলার হিসেবে এ অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত/শর্তাবলী ভংগ করলে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় প্রয়োজনে বিনা নোটিশে আমার জামানত সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবে এবং আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ বা মিলার হিসাবে নির্বাচন বাতিল ও কালো তালিকাভুক্ত করতে পারবে।

ময়দামিল মালিকের স্বাক্ষরঃ .....

সাক্ষী-১

স্বাক্ষর : .....

নাম : .....

ঠিকানা : .....

সাক্ষী-২

স্বাক্ষর :.....

নাম : .....

ঠিকানা : .....